০৭-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমরা বাবা, শিক্ষক, সদ্গুরু - তিনজনের সামনে বসে আছ । তোমাদের প্রতি এটাই বাবার কৃপা যে, উনি শিক্ষক হয়ে তোমাদের শিক্ষা দান করছেন, আর সদ্গুরু হয়ে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন"

প্রশ্ন : -- বাবার কাছে তোমরা বাচ্চারা কি প্রতিজ্ঞা করেছ ? তোমাদের কর্তব্য কি ?

উত্তর :-- তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ -- বাবা, আমরা তোমার কাছ থেকে যা কিছু শুনি, সেসব অন্যদেরও অবশ্যই শোনাব । তোমার মতো করে তৈরি করব । আমাদের কর্তব্য হলো - বাবার মতো সবাইকে পড়ানো, কেননা এখন আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। যেমন আমরা বর্সা নিচ্ছি, তেমনই দয়াশীল হয়ে অন্যদেরও বর্সা নেবার অধিকারী করে তুলতে হবে ।

গীত : -- মা-বাবার কাছ থাকে আশীষ গ্রহণ কর •••••

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা মা-বাবার সম্মুখে বসে আছে অথবা বাচ্চারা স্কুলে শিক্ষকের কাছে বসে আছে । বাচ্চারা জানে, আমরা সত্গুরুর কাছে জ্ঞান শোনার জন্যে বসে আছি । কার কাছ থেকে শুনবে? জ্ঞানের সাগর একজনই তিনি বাবা । তোমরা জান তিনি পরমধাম থেকে নেমে আসেন আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য । তোমাদের বুদ্ধি পরমধামে, সুইট হোমের সাথে যুক্ত হয়ে আছে । যদিও তিনি এখানে এসেই পড়ান, তোমরাও মাতা - পিতার সামনেই বসে আছ, তথাপি বুদ্ধি বা স্মরণ নির্বাণধামের প্রতি যুক্ত । আমাদের বাবার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে । তারপর আমরা যাব বিষ্ণুপুরীতে । ওটাও ঘর আর এখানেও ঘর । আমাদের কৃষ্ণপুরী শ্বশুর ঘরে যেতে হবে । প্রথমেই স্মরণ করতে হবে বাবাকে, যিনি তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে তোলেন ।
মা-বাবাও কন্যাকে উপযুক্ত করে তোলে তাইনা ! শ্বশুরবাড়িতে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন সেখানে বলা হয় - মেয়েটি তো খুব ভালো আর সুলক্ষণা যুক্ত । এখন তোমরা জান যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে পড়ছি । বাবা বাচ্চাদের জন্য খুব পরিশ্রম করেন, এটাই বাচ্চাদের প্রতি তাঁর কৃপা । সন্তান ব্যারিস্টার হলে বলা হয় -- মা - বাবা খুব ভালোভাবে পালন করেছে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে । মাতা-পিতা স্রষ্টা এবং ডায়রেক্টর (পরিচালক) । পুত্র সন্তান বাবার প্রতি অ্যাটাচড হয় আর কন্যা সন্তান অ্যাটাচড হয় মায়ের প্রতি, কেননা পুত্র সন্তান বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করে । কুমারী তো গিয়ে মাতা হয় । এখন এখানে তোমরা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । ব্রাহ্মণদের গায়ন আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার অনেক সন্তান । ঐ ব্রাহ্মণদের তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, তোমরা যদি মুখ বংশাবলী হও তবে কি তোমরা ব্রহ্মা মুখ নিঃসৃত সন্তান ? কুখ (গর্ভের) সন্তান তো লৌকিক মাতা-পিতার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে । ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা কবে জন্ম নিয়েছ ? ওরা বলতে পারবেনা । তোমরাই প্রকৃত জান যে -- আমরা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা অ্যাডপ্ট (দত্তক) করা সন্তান । অ্যাডপ্ট করেছেন শিববাবা । এখন তোমরা বুঝেছ যে -- আমরা বাবা, শিক্ষক, গুরু তিনজনের সামনেই বসে আছি । বাবা তো ম্যানার্স শেখান - শ্রী কৃষ্ণের মতো গুণবান, সর্বগুণ সম্পন্ন ••••• হয়ে উঠতে হবে ,আর এখানেই পুরুষার্থ করে হতে হবে। মানুষ তো জানেই না রাধাকৃষ্ণ পূর্ববর্তী জন্মে কে ছিল ? একথা তোমরা বাচ্চারাই শুধু জান । যারা পূজ্য ছিল তারাই আবার পূজারী হয়েছে , পুনরায় পূজ্য হয়ে যাবে । পূজারী ভক্তদের বলা

হয় । নর থেকে নারায়ণ, বেগর (ভিক্ষুক) থেকে প্রিন্স হওয়ার বর্সা বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারেনা। তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে -- তুমি কি করছ ? তবে বল যে , আমি গডফাদার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করছি । এইম অবজেক্ট তো প্রত্যেকের বুদ্ধিতে আছে তাইনা ! আমি বাবার কাছ থেকে বেহদের বর্সা নিচ্ছি । স্বর্গের বর্সা হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ বা প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার জন্যই । এখানে এই ঈশ্বরীয় কলেজে তোমরা জ্ঞান অর্জন করে প্রিন্স প্রিন্সেস তৈরি হও । জান যে, ভবিষ্যতে নতুন বিশ্বের প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার জন্য আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি । নতুন বিশ্বকে সত্য যুগ বলা হয় । সত্য যুগ অথবা কলিযুগ সেখানে থাকবেতো মানুষই । নলেজ ও মানুষই গ্রহণ করে । জানোয়ারদের তো নলেজ দেওয়া হবেনা । মানুষ দৈবীগুণ সম্পন্ন ছিল, এখন আসুরি গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছে, পুনরায় দৈবীগুণ সম্পন্ন হতে যাচ্ছে । এসব তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আছে ; খুব সহজে বোঝবার মতো কথা । ৮৪ জন্মের চক্র এই ভারতের জন্যই । ৮৪ জন্ম চক্রের গুহ্য গোপনীয় রহস্য কারও বুদ্ধিতে ধারণ হবে না । স্বদর্শন চক্র কৃষ্ণের ছিল দেখানো হয়েছে । বাস্তবে বিষ্ণু, লক্ষ্মী -নারায়ণের কম্বাইন্ড রূপ। শৈশবে রাধাকৃষ্ণ ছিল, কিন্তু চক্র শুধু কৃষ্ণের হাতে দেখানো হয়েছে, রাধার হাতে চক্র কখনও দেখানো হয়নি । লক্ষ্মীর হাতেও চক্র নেই । শুধু নারায়ণ বা বিষ্ণুর হাতে চক্র দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ্মীও অন্তর্ভুক্ত । বাস্তবে স্বদর্শন চক্রধারী তোমরা । তোমরা জান আমরা গডফাদারের কাছ থেকে ওয়ান্ডারফুল শিক্ষা গ্রহণ করছি । উনিই জ্ঞানের সাগর , মানব সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য, সুন্দর ও চৈতন্য । আত্মাকেই সত্ আর চৈতন্য বলা হয় । শরীরকে সত্ আর চৈতন্য বলা যায় না । বাচ্চার শরীর ৫ মাস পর্যন্ত জড় অবস্থাতেও গর্ভে বৃদ্ধি পেতে থাকে । প্রতিটি জিনিসেরই বৃদ্ধি ঘটে । মানুষের আত্মা মহান । মানুষের যেমন মহিমা করা হয়, তেমনই গ্লানিও করা হয় । সংবাদপত্রে প্রকাশিত -- ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার চার্চে তার পোষ্য বিড়ালকে নিয়ে গেছেন । দেখ -- বিড়ালেরও কত মান । ওখানে তোমরাও বিনা পারমিশনে যেতে পারনা কিন্তু বিড়াল অনুমতি পেয়ে যায় । অনেক মানুষ বলে থাকে -- কুকুরও নাকি ভগবানকে স্মরণ করে, আওয়াজ করে না ! ওরা গড সম্পর্কে বলে, কিন্তু জানেনা কিছুই । তাহলে মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি রইল ? তোমরা এখন কত উচ্চ মানের হয়ে উঠছ, তোমাদের এখন কতো মহিমা হবে । বাস্তবে যখন তোমাদের প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন বলবে ব্রহ্মকুমারীদের কাছে যেতে হবে । ব্রহ্মকুমার-কুমারীরা শিববাবার পৌত্র পৌত্রী (নাতি, নাতনি) । বাবা একজনই । একজন বাবা, একজন মাম্মা যাদের দ্বারা তোমরা রচিত হও । তোমরা জান আমরা শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী । এখানে বৃদ্ধ বা জোয়ানের কোনও কথা আসেনা । আমরা শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী, শিববাবা আমাদের গ্রান্ডফাদার আর শিববাবার পৌত্র-পৌত্রীরা হলো ব্রহ্মার সন্তান-সন্ততি । কত সহজ কথা । এ হলো ব্রাহ্মণ কুল যা বাবাই ক্রিয়েট করেন । তোমরা জান আমরা শিববাবার বাচ্চারাই এই ঝাড়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা । ব্রহ্মা সঙ্গমে কল্প বৃক্ষের কান্ডে বসে আছেন না!

আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর শিববাবার পৌত্র ওঁনার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা পাচ্ছি, এটা কখনওই ভুলে যাওয়া উচিত নয় । দেহ সহিত যা কিছু আছে সব কিছু ভুলে গিয়ে অশরীরী হতে হবে । এখন আমাদের গ্র্যান্ডফাদারের সাথে সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে । আমরা শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী । বাবাকেও অবশ্যই প্রয়োজন । প্রকৃতপক্ষে আমরাই ব্রহ্মকুমার-কুমারী ছিলাম । আমরা শিববাবার পৌত্র -পৌত্রী গ্র্যান্ডফাদারের কাছ থেকেই বর্সা পাই । বিশ্বের বাদশাহীকেই প্রকৃত স্বরাজ্য বলা হয়। তোমরা সারা বিশ্বের মালিক হও, কারও প্রতি ভীত হয়োনা । তাকে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়, সেখানে

দ্বিতীয় আর কেউ বাস করেনা । সবাই সর্বগুণ সম্পন্ন, অহিংস পরম ধর্ম সম্পন্ন গুণবান হয়ে ওঠে । বাবা বুঝিয়েছেন - হিংসা দুই প্রকারের এক হলো উৎপীড়ন, দ্বিতীয় হলো কামকাটারী চালানো । আমরা ডবল অহিংসক। সত্যযুগে হিংসার কোনও স্থান নেই, না শরীরের না বিকারের । বলাই হয়ে থাকে অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম, আমরাও তারই অংশীদার । ব্রাহ্মণ থেকে আমরা আবার দেবতা হব । আমরা মানুষ এই নাম মুছে যাবে। কেননা আমরা মানুষ থেকেই দেবতায় পরিণত হই । যেমন ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পদাধিকার প্রাপ্তি করে, কিভাবে হয়েছে তা তো তারা নিজেরাই জানবে । তোমরা এখন জান, এই জ্ঞান ধারণ করে আমরা দেবতা হই। কত সহজে বোঝার ব্যাপার । কল্পবৃক্ষ বিভিন্ন ধর্মের ঝাড় নিয়ে গঠিত, যার আদি-মধ্য -অন্তের সব জ্ঞান তোমাদের মধ্যে আছে ; যা আর কারও মধ্যেই নেই । তোমরা জান বাবা পরমধাম থেকে আমাদের পড়াতে এসেছেন । পরমধাম কতো উচ্চ শিখরে, যেখানে এরোপ্লেন পর্যন্ত যেতে পারে না । দেখ - বাবা কিভাবে আমাদের পড়ানোর জন্য উইংস (ডানা,পাখা) ছাড়াই আসেন ; সুতরাং কতখানি খুশি হওয়া উচিত । আমাদের বাবা শিক্ষক যিনি পরমধামে থাকেন, ওখান থেকে এসে আমাদের পড়ান । ওনাকে অনেক সার্ভিস দিতে হয় । ভক্তদের সুখী করার জন্যেও সার্ভিস (সেবা) করতে হয় । ভক্তরা আমাকে জানেনা, আমি ওদের জন্য কতটা সার্ভিস দিয়ে থাকি । তীব্র ভক্তি করে যারা তাদের ইচ্ছাও পূর্ণ করি, সেই সাক্ষাত্কার বাচ্চারা করেছে । তীব্র ভক্তি নিয়ে বসে বলে -- হে কৃষ্ণ দেখা দাও । দুই চোখে বইতে থাকে অশ্রু ধারা । এমন তীব্র ভক্তদের আমিই সাক্ষাত্কার করিয়ে দিই। ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করি । এ হলো ভক্তি মার্গ । ঐ সময় আমিই তাদের অনুগ্রহ করি । তোমাদের তো সামনে বসে শোনাই, পড়াই । ভগবানুবাচ তো প্রকৃতপক্ষে আছেই, সেখানে কোনও সন্দেহ নেই । গীতাতেও লেখা আছে -- বাচ্চারা, তোমাদের নর থেকে নারায়ণ আর রাজযোগ শেখাতে এসেছি। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে । কৃষ্ণর আত্মা তো এই সময় অন্তিম জন্মে । উনিও বসে পড়েন । কৃষ্ণ ভগবানুবাচ কখনওই নয় । বাচ্চারা জানে, সূর্য এবং চন্দ্র রাজবংশের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । আমরা পুরুষার্থ করে অবশ্যই বর্সা নেব । বাবা কতো দয়ালু, এসে বাচ্চাদের দত্তক নেন । বাচ্চারা বলে, বাবা যেমন তুমি আমরাও ঠিক তোমার মতো, পুনরায় আমরা মিলিত হয়েছি । তুমিই সেই বাবা, আর আমরাও সেই তোমার সন্তান । এখন তুমি এসেছ আমাদের রাজ্য ভাগ্য দিতে। বাবা আবার আমাদের পড়াতে এসেছেন । আমরা শিবের পৌত্র-পৌত্রী । প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম ও কতো মহিমাময় । এটা তো জানই -- স্বর্গের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা, বর্সা তাঁর কাছ থেকেই প্রাপ্তি হবে । ব্রহ্মাও তাঁর কাছ থেকেই বর্সা পেয়েছেন । বাবা তোমরা ব্রাহ্মণদের সাথেই কথা বলছেন । কতো সহজ রীতিতে সবকিছু বুঝিয়ে দেন ,তারপরও কেন তোমরা ভুলে যাও? বাবার ঘরে বসে আছ, বাবাই শিক্ষক রূপে আমাদের পড়ান । আমরা রাজযোগ শিখছি । আমরা প্রথমে শান্তিধাম তারপর যাব সুখধামে । এই কলিযুগী দুনিয়ার বিনাশ ঘটবে । পূর্ববর্তী কল্পের মতো আমাদের সবকিছু সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে প্রত্যক্ষ করতে হবে । দেখে যাও -- কিভাবে তোমরা পরীক্ষায় পাশ করেছ আর কিভাবে সব ধ্বংস হচ্ছে । বিজয়ের পরে সেখানে জন্ম কিভাবে হবে ? কিভাবে মহল ইত্যাদি তৈরি হবে ? বুদ্ধিতে আছে -- এমনটা নয় যে, সোনার দ্বারকা মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে আবার বেড়িয়ে আসবে । বলা হয় -- রাবণের সোনার লঙ্কা ছিল, এসবই গল্প কথা কিছুই ছিল না । স্বর্ণ মহল তো দেবতাদের হয়, যার কোনও অস্তিত্ব এখন নেই । ভারতের তরী এখন ডুবে গেছে । এখন তোমরা বাচ্চারা নরক রূপী বিষয় সাগর থেকে ডুবে যাওয়া ভারতকে উদ্ধার করতে চলেছ । বাকি স্টিমার ইত্যাদির কোনও কথা নেই । তোমরা সাগরের বাচ্চারা জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছিলে । কামচিতায় বসে কালো বর্ণের হয়ে

গিয়েছিলে । তোমরা সুন্দর ছিলে তারপর কুৎসিত (কালো) হলে। ভারতের দেবী -দেবতা তোমরা কতো সুন্দর ছিলে । তোমরা বাচ্চারা শ্যামসুন্দর । বাচ্চারা জানে আমরা কার সামনে বসে আছি । এমন কোনও সত্সঙ্গ নেই, যেখানে গডফাদার বসে রাজযোগ শেখান । নিরাকার বাবা নিশ্চয়ই কারও শরীরে এসেছেন। শ্রী কৃষ্ণ কিভাবে আসবে ? ওনার আত্মা তো এখানেই আছে না ! এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে । তোমরা জান আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের মালিকানা পাই, বর্সা গ্রহণ করি । তোমরা মাম্মা-বাবা বলো, সুতরাং অধ্যয়নে তাঁদেরই অনুসরণ করতে হবে । বলাও হয় ফলো ফাদার । প্রকৃত ফাদার চাই, আরটিফিসিয়াল তো নয় । গান্ধীজীকেও বাপুজী বলা হতো কিন্তু বর্সা (উত্তরাধিকার) তো কিছু প্রাপ্তি হয়নি । সেটা ছিল হদের বাপুজীর কাছ থেকে হদের বর্সা, তাকে বেঅন্ত বা অসীম বলা হয়না । এই বেহদের বাপুজী তো পরমধাম থেকে আসেন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে বৈকুন্ঠের মালিক হতে যাচ্ছ । বেহদের বাবার প্রতি কতখানি ভালবাসা থাকা উচিত । সব সঙ্গ ছেড়ে শুধু তোমার সাথেই জুড়ে থাকব, বাবার প্রতি এটাই তোমাদের প্রতিজ্ঞা । কতো ভালোবেসে বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । বাকিরা কি জানে কবে শিববাবা আসেন ? রক্ষা বন্ধন কবে হয়েছিল? দৈবীগুণ কিভাবে ধারণ করেছিল ? গীতা শাস্ত্র পড়ে, শোনে কিন্তু কিছুই বোঝেনা । তোমরা মৌখিক ভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা কর, এতে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনও প্রশ্ন আসেনা । ভগবান সঙ্গমে এসে তোমাদের সম্মুখে বসেই সব শেখান । তোমরাও সামনে বসে শোন, এতে শোনার নেশা বৃদ্ধি পেতে থাকে ; এই নেশা কম হওয়া উচিত নয় । এ কোনও মানুষ পড়ায় না, পরমপিতা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর তিনিই পড়ান । ব্রহ্মকুমার -কুমারীরা সবাই শোনা তারপর অন্যদেরও শোনায় । তোমরা এগ্রিমেন্ট করেছ -- বাবার কাছ জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও তা শোনাবে। তা নাহলে কিসের জন্য শুনছ । এখন তোমরা বেহদের বাবার বাচ্চা হয়েছ । বাবা বলেছেন - "মামেকম্ স্মরণ কর" (একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো) । দেহ সহ দেহের সমস্ত সম্পর্ককে ত্যাগ কর । বাবা শিব আর তোমরা হলে শালিগ্রাম, বাবা আর বাচ্চারা । বাবা বলেন, আমি নিরাকার, তোমরাও নিরাকার ছিলে কিন্তু শরীর ধারণ করে এখানে পার্ট বাজাতে এসেছ । এখন ফিরে যেতে হবে । বাবা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তোমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ছিলে ; যাকে পরমধাম, নির্বাণধাম, মূলবতন ইত্যাদি নামে ডাকা হয় । মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন এই চক্র তোমাদের সামনে অবিরাম ঘুরেই চলেছে। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) জ্ঞান ধারণের জন্য মাতা-পিতাকে অনুসরণ করতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে যে, উচ্চ থেকে উচ্চতর পরমধাম থেকে ভগবান আমাদের পড়াতে আসেন ।

২) এখন আমাদের সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে, তাই অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । দেহ সহ সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

বরদান : -- সঙ্গমযুগে শ্রেষ্ঠ মত দ্বারা শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত করতে সমর্থ প্রত্যক্ষ ফলের অধিকারী ভব (হও)

সঙ্গমযুগে শ্রেষ্ঠ মতের আধারে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে, তার প্রত্যক্ষ ফল অর্থাত্ সফলতা সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হয় । আর তাই বলা হয়ে থাকে - যেমন মতি (বিচার) তেমন গতি (অবস্থা, প্রাপ্তি) । ওরা ভাবে মৃত্যুর পরই গতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এই অন্তিম মরজীবা জন্মে প্রতিটি কর্মের সফলতার ফল অর্থাত্ কর্মের আধারে গতি প্রাপ্ত হওয়ার বরদান (আশীর্বাদ) পেয়েছ । তোমরা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাক না । এখনই কর্ম কর আর সাথে সাথেই প্রাপ্তি লাভের অধিকারী হয়ে ওঠো । একেই বলে সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত ভালবাসা ।

স্লোগান : -- দৃঢ় সংকল্প দ্বারা প্রতি পদে বাবাকে অনুসরণে সমর্থই সর্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে ।